মহামারীর মাঝেও বেড়েছে ইন্টারনেট ব্যাংকিং

মো: সা'দাদ রহমান

দেশের ইন্টারনেট ব্যাংকিং সার্ভিস বেড়ে চলেছে করোনাভাইরাস মহামারীর মাঝেও। কারণ, গ্রাহকসাধারণ তাদেরকে করোনাভাইরাস থেকে মুক্ত রাখতে অনলাইন ব্যাংকসেবা গ্রহণ করছে। ব্যাংকগুলো আশা করছে, এই নতুন প্রবণতা ব্যাংকগুলোকে নিয়ে যাবে পুরোপুরি একটি ডিজিটাল যুগে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য-উপাত্ত মতে, ২০২০ সালের জুনে ইন্টারনেট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে লেনদেনের পরিমাণ মার্চের তুলনায় ১২.৬ শতাংশ বেড়েছে।

বাংলাদেশে প্রথম করোনাভাইরাস সংক্রমিত রোগী চিহ্নিত করা হয় বিগত মার্চে। যখন দেশের প্রথম নভেল করোনাভাইরাস রোগী চিহ্নিত করা হয়, তখন মার্চে ইন্টারনেটের মাধ্যমে ব্যাংক লেনদেনের পরিমাণ ছিল ৬৫৪৪ কোটি টাকা। চলতি বছরের জুনের মধ্যে এই মাসিক লেনদেনের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ৭৪২১ কোটি টাকায়।

ব্যাংকারেরা জানিয়েছেন, গ্রাহকেরা এখন আগ্রহী হয়ে উঠছেন ইন্টারনেট ব্যাংকিং সেবা গ্রহণের ব্যাপারে। কারণ, গ্রাহকেরা অধিকতর বাস্তবসম্মত ব্যাংকিং সেবা পেতে চান। গ্রাহকেরা এখন বাড়িতে কিংবা অন্য কোথাও বসে তাদের লেনদেন সম্পন্ন করছেন।

ব্র্যাক ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সেলিম আর এফ হোসেইন সম্প্রতি একটি পত্রিকাকে জানিয়েছেন, করোনা মহামারীর সময়েও তারা ইন্টারনেট ব্যাংকিংয়ে বিস্ফোরণ পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ করছেন। কারণ, গ্রাহকেরা ভাইরাসের ভয়ে অবাধে চলাফেরা করতে পারছেন না। তাই তারা ইন্টারনেট ব্যাংকিংয়ের সুবিধা আরো বাড়িয়ে তোলার

কার্ডের মাধ্যমে লেনদেন (কোটি টাকায়)

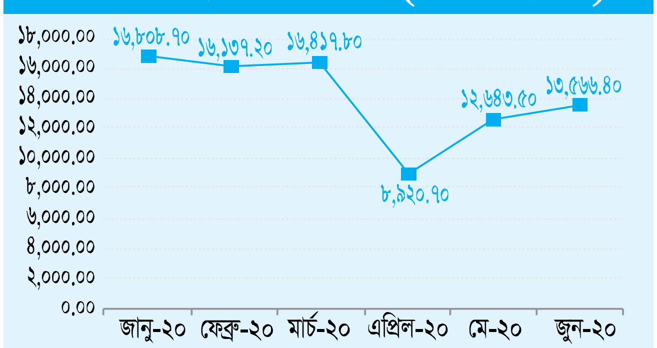

সূত্র: বাংলাদেশ ব্যাংক

এটিএমের মাধ্যমে লেনদেন (কোটি টাকায়)

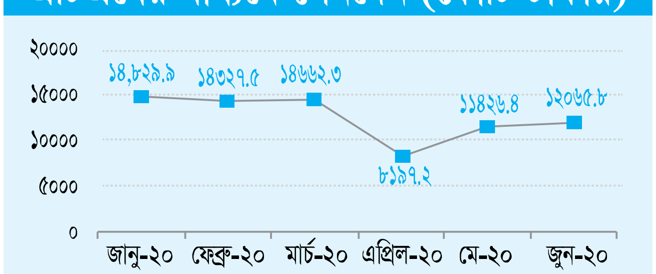

পিওএস-এর মাধ্যমে লেনদেন (কোটি টাকায়)

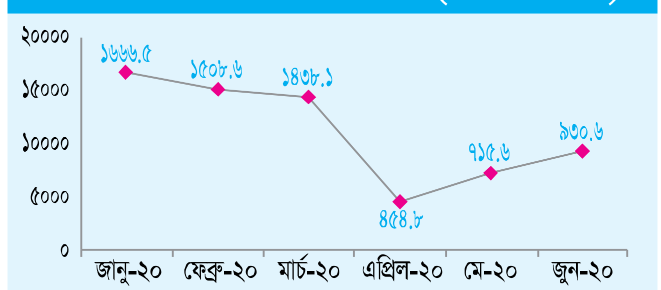

ই-কমার্স-এর মাধ্যমে লেনদেন (কোটি টাকায়)

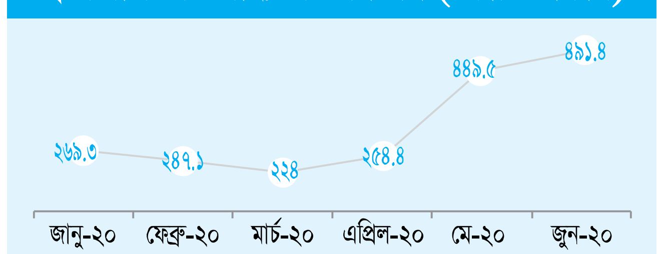

ইন্টারনেট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে লেনদেন (কোটি টাকায়)

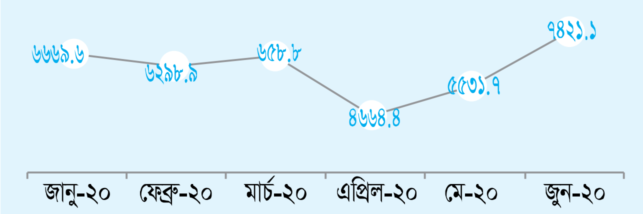

মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে লেনদেন (কোটি টাকায়)

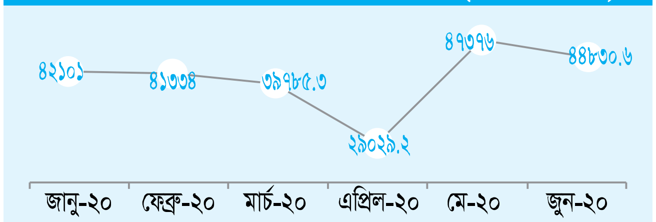

সূত্র: বাংলাদেশ ব্যাংক

চেষ্টা করছেন। সম্প্রতি ব্র্যাক ব্যাংক ঘোষণা করেছে, ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে ইন্টারনেট ব্যাংকিংয়ে সেলফ-রেজিস্ট্রেশন সিস্টেমের।

ব্যাংকারেরা বলেছেন, মানুষ এখন ইন্টারনেট ব্যাংকিংয়ের ব্যাপারে আগ্রহ প্রদর্শন করছেন। কারণ, তারাই বাড়ি বা অন্য কোথাও থেকে লেনদেনকে অধিকতর বাস্তবসম্মত বলে মনে করছেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের উপাত্ত মতে, এপ্রিল-জুন সময়ে ইন্টারনেট ব্যাংক ব্যবহারকারীর সংখ্যা বেড়েছে ৯০,৫৬০ জন। জুন ২০২০ শেষে ইন্টারনেট ব্যাংকিং ইউজারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২,৭৪২,২৪১ জনে। মার্চে ইন্টারনেট ব্যাংকিং ইউজারদের লেনদেনের সংখ্যা ছিল প্রায় সাড়ে ১৮ লাখ। জুনে তা বেড়ে দাঁড়ায় ২২ লাখ ৭ হাজারে।

তথ্য-উপাত্ত থেকে জানা যায়, করোনার সংক্রমণ রোধে সরকার-ঘোষিত সাধারণ ছুটির সময়ে কার্ডের মাধ্যমে লেনদেনের সংখ্যা ৫০ শতাংশ কমে যায়। তা সত্ত্বেও ব্যাংকারেরা খুশি। কারণ, এই মহামারী

ব্যাংক শাখার বাইরে ব্যাংকসেবার পরিমাণ বেড়েছে। এর ফলে তারা সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার সুযোগ পেয়েছেন।

গত এপ্রিলে এটিএম (অটোমেটেড টেলার মেশিন) লেনদেন আগের মাসের চেয়ে কমে যায় ৪৪ শতাংশ। এই সময়ে পয়েন্ট অব সেল ট্রানজেকশন কমে ৬৮ শতাংশ। তা সত্ত্বেও ই-কমার্স লেনদেন ব্যাপকভাবে বেড়ে যায় এবং এই প্রবণতা এখনো অব্যাহত। গত মার্চে ব্যাংকের মাধ্যমে ই-কমার্স লেনদেনের পরিমাণ ছিল ২২৪ কোটি টাকার এবং জুনে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৪৯১ কোটি টাকা, যা আগের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি।

মোবাইল ব্যাংকিংয়েও এই কভিড সময়ে প্রবৃদ্ধির প্রবণতা লক্ষ করা গেছে। এমনকি চলতি বছরের মে মাসে মোবাইল ব্যাংকিংয়ে মাসিক লেনদেন বেড়েছে ৪৭ কোটি ৩৭ লাখ ৬০ হাজার কোটি টাকার। এটি হচ্ছে চলতি বছরের প্রথম ৬ মাসের সর্বোচ্চ মাসিক লেনদেন।

সোনালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো: আতাউর রহমান প্রধান বলেছেন, চলতি বছরের প্রথম পাঁচ মাসে তারা তাদের ব্যাংকে তথ্যপ্রযুক্তি সুবিধা বাড়িয়েছেন, যা সম্ভব হয়েছিল বিগত পাঁচ বছরে। এই ইতিবাচক পরিবর্তনের একটি কারণ হিসেবে তিনি করোনা মহামারীকে চিহ্নিত করেন কজ

ফিডব্যাক : golapmunir@yahoo.com